যুগান্তর

তারিখ 11 AUG 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

দুই গ্রুপে সংঘর্ষের জের

ঢাবি ছাত্রলীগ থেকে ৭ নেতাকর্মী বহিষ্কার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রলীগের ৭ নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শুক্রবার ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বহিষ্কৃতরা হলেন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্জু, জহুরুল হক হলের ছাত্রলীগের জয় ও শরীফ, বঙ্গবন্ধু হলের মেহেদী, হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের হাসান, কবি জসিমউদদীন হলের ফখরুল ইসলাম সৈকত এবং তাজ। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার জহুরুল হক ও কবি জসিমউদদীন হলের ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বহিরাগত এক গৃহবধূর সঙ্গে পরকীয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে রিয়াদুল নামের এক ছাত্রলীগ কর্মীকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে জসিমউদদীন হলের সৈকত-তাজ ও জহুরুল হক হলের রিয়াদুল ইসলামের কথা কাটাকাটি হয়। ওই কথা কাটাকাটির রেশ ধরে সৈকতসহ কয়েকজন কলা ভবনের সামনে রিয়াদুল ইসলামকে একা পেয়ে চাপাতি দিয়ে কয়েকটি কোপ দেয়। এতে রিয়াদুল মারাত্মকভাবে আহত হয়। তার বন্ধুরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনার পর রাতে জহুরুল হক হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা ঢাকা মেডিকেলের সামনে শ্যামল নামের কবি জসিমউদদীন হলের এক ছাত্রলীগ কর্মীকে চাপাতি দিয়ে কয়েকটি কোপ দেয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় শ্যামলকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাকে পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়। এসব ঘটনায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে সংশ্লিষ্ট হল দুটির আশপাশে শুক্রবার রাতেই অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এ ঘটনার রেশ ধরেই শুক্রবার ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ সাতজনকে বহিষ্কার করা হয়। ওই বহিষ্কার আদেশে বলা হয়, সংশ্লিষ্টদের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কোন ধরনের কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবে না। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃংখলা তৈরি করেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ বলেন, ঘটনার সঠিক তদন্ত না করেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ বহিষ্কার করা হয়েছে। যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে তাদের মধ্যে নিরপরাধ ছেলেরাও রয়েছে। এটা কাম্যই কাম্য নয়।